যায়যায়দিন

তারিখ 31 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

46 Report

ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের রিপোর্ট

পাবলিক-প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির রেটিং লজ্জাজনকভাবে নিচে

নূরুল আলম শাহীন

ইন্টারন্যাশনাল, এমনকি লোকাল রেটিংয়ে বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর অবস্থান লজ্জাজনক নিচে বলে জানিয়েছে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি)। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, যোগ্যতা কিংবা মেধা যাচাই না করে ভর্তির সুযোগ থাকা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কোনো ব্যবস্থা না থাকা এর অন্যতম কারণ বলে কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ইউনিভার্সিটি, ইউজিসি এবং সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা অপরিহার্য বলে সুপারিশ করেছে ইউজিসি। উচ্চশিক্ষার সার্বিক গুণগত মান বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। পাশাপাশি ইউনিভার্সিটিগুলোর স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার এবং স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করারও সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রাইভেট ইউনির্ভার্সিটিগুলোতে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, শিক্ষকের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে পাবলিক ইউনিভার্সিটির মধ্যে অযৌক্তিক পার্থক্য বিদ্যমান। তাই প্রত্যেক ইউনিভার্সিটির ট্রেজারারের নেতৃত্বে অর্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মনিটরিং সেল গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে ইউজিসি।

পৃ২ »» ক৩

পাবলিক-প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে সরকারি বরাদ্দ কম থাকায় প্রতি বছরই ঘাটতি পূরণে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বলা হয়েছে, শিক্ষা বাজেটের মাত্র ৭ দশমিক ৮৭ ভাগ এবং জাতীয় বাজেটের মাত্র শূন্য দশমিক ৮৮ ভাগ ইউনিভার্সিটির শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৮৮ লাখ এবং ২০০৬-০৭ বছরে তা বেড়ে দাড়ায় ২৬ কোটি ৪৫ লাখ টাকায়। ফলে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করেই এ ঘাটতি পুষিয়ে নিচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর জন্য সরকারি বরাদ্দের বেশির ভাই খরচ হয় বেতন-ভাতায়। ২০০৫-০৬ সালে বেতন-ভাতা খাতে মোট বরাদ্দের ৬৯ পারসেন্ট খরচ হয়েছে। কমিশন প্রণীত নীতিমালা না মেনে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি, প্রমোশন, আপগ্রেডেশন ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করছে। বিশেষ করে অননুমোদিতভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করে চলেছে। এতে বাজেটের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। শিক্ষা কাজে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হচ্ছে না।

কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকলেও প্রতি আটজন ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে একজন করে কর্মকর্তা-কর্মচারী। কর্মকর্তা-কর্মচারীর এ হার ছাত্র-শিক্ষকের তুলনায় বেশি বলে তাদের মন্তব্য। তারা বলেছে, কৃষি ইউনিভার্সিটির আট শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন করে শিক্ষক আছেন। কিন্তু মাত্র দুজন শিক্ষার্থীর বিপরীতে এ প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন একজন করে। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ১৫ জন ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে একজন শিক্ষক এবং সাতজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকাল ইউনিভার্সিটিতে (বিএসএমএমইউ) প্রতি ছয়জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক, আর প্রতি একজন ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন দুজন করে। বঙ্গবন্ধু কৃষি ইউনিভার্সিটিতেও ছয়জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন করে শিক্ষক এবং দুজন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন করে কর্মচারী। মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটিতে ১১ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক একজন এবং দুজন শিক্ষার্থীর বিপরীতে কর্মকর্তা-কর্মচারী একজন করে।

কমিশন তার রিপোর্টে ইউনিভার্সিটিগুলোর স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার এবং স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করার সুপারিশ করেছে। বলেছে, মঞ্জুরি কমিশনের পূর্ব অনুমোদন না নিয়ে নতুন কোনো বিভাগ খোলা যাবে না, অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করা যাবে না। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে শিক্ষা আনুষঙ্গিক বহির্ভূত খরচ; যেমন পরিবহন, বিদ্যুৎ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের স্কুল-কলেজ মেরামত বা সংরক্ষণ খাতের অপচয় কমাতে হবে।

উল্লেখ্য, দেশের মোট ২৭টি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ২২ হাজার ৬৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন। এর মধ্যে কর্মকর্তা আছেন ৫ হাজার ১৩৪ জন। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৭ হাজার ২৮০ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ১০ হাজার ২৭৬ জন। কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী পাবলিক ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৪৯ জন, শিক্ষক ৭ হাজার ৭১০। তবে আরো প্রায় ৯৯০ জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে আছেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে প্রাইভেট ৪৯টি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৯০ জন। এর মধ্যে পারটাইম শিক্ষকই আছেন ৩ হাজার ২২ জন। কর্তব্যরত শিক্ষকের হিসাবে গড়ে ৩৪ শিক্ষার্থীপ্রতি একজন শিক্ষক। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। ফলে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, শিক্ষকের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে পাবলিক ইউনিভার্সিটির মধ্যে অযৌক্তিক পার্থক্য বিদ্যমান। তাই প্রত্যেক ইউনিভার্সিটির ট্রেজারারের নেতৃত্বে অর্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি করে মনিটরিং সেল গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন।